নিজস্ব সংবাদ নিয়ে —

মাহমুদা রুনু

আবার কালবোশেখীর শাঁখ বাজিয়ে
তুমি এলে আমাদের রঙ্গালয়ে ।
বর্ষের গতিতে, আশার নিরন্তর প্রবাহে,
জড়ায় জীর্ন পুরাতনের ক্লান্তি নাশে,
নবারুনের প্রদীপ্ত বিকিরনের প্রত্যয়ে,
নিজস্ব সংবাদ নিয়ে ।

এসেছো সুন্দরের সমগ্রতায় ঘেরা -
সেই ব্যথিত মৃত্তিকার আম্রকাননে ।
ওই সারল্যের ছায়াঘরে আবাসিত
সহস্রজন । যারা—-
বর্ণমালাকে রক্ষা করে বুক বেধে ।
একটি বজ্রকণ্ঠের ডাকে বন্যার তরঙ্গে
রক্তের প্লাবনে ভেসে যায় ।
সেই মাটিতে কিভাবে জন্ম নিল হায়নার বংশ ?
তবে কি ওরা ফেলে গিয়েছিল কিছু ভ্রুন
এখানে সেখানে অগনিত?
যারা বেড়ে উঠেছে
জন্মভুমির মমতায় ।

কালের অমোঘ যাত্রি —-
তোমার সঞ্চয়ে কি আছে সেই সংবাদ?
সেই অসীম শক্তি?
সেই ঝড়ের সংকেত?
যে প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝায়
নির্মুল হবে হায়নার বংশ ।
দেশের সুযোগ্য সন্তানেরা গণকবরে গলিত হবেনা ।
শিক্ষার সর্বোচ্চ আলয় হোতে -
মেধাবী সন্তান লাশ হোয়ে ফিরবেনা মায়ের কোলে ।
সন্ত্রাস নামক বিনোদন হবে না পাঠের বিকল্প ।
করোটিতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জায়গা নেবে না খুনীর মত্ত ।

আমরা জানি ।
জানে বাংলাদেশের মাধবী মালতিরা
ভালবাসার জন্য বর্ণমালা আছে ।
মহিন, মহেন্দ্ররা জানে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু
করে দাড়াবার জন্য আছে একটি পতাকা, একটি মানচিত্র ।
বৈশাখ তোমার নিজস্ব সংবাদে
নিশ্চয়ই আছে আরো একটি বজ্রকণ্ঠের আশির্বাদ ।
নিশ্চিত আছে ঔশ্বরিক চেতনা ।
তোমার আবাহন মিথ্যে হবার নয় !
তোমার আশির্বানী শাশ্বত ।
নবারুনের প্রদীপ্ত বিকিরনের প্রত্যয়ে
এসেছ
নিজস্ব সংবাদ নিয়ে ।
বিম্বিসার ধুসর বর্তমানের নিরাশার বলয়ে
তোমায় বরন করি শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়
আশায়, প্রত্যাশায়, ভরসায় ॥

১০ এপ্রিল ২০০৯